বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১

তারিখ: ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ / ২২ মাঘ ১৪৩২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি

প্রিয় মহোদয়,

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (CMSME) খাতে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃ অর্থায়ন স্কিম প্রসঙ্গে।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ (CMSME) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ খাতটি শ্রমনিবিড় ও স্বল্প পুঁজি নির্ভর হওয়ায় এবং এর উৎপাদন সময়কাল স্বল্প হওয়ায় আমদানি বিকল্প পণ্য/সেবা উৎপাদনসহ জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও CMSME খাতের বিকাশ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশকে কর্মসংস্থানমুখী ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে CMSME খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২. দেশের CMSME খাতে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের মাঝে সহজ শর্তে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হলে তা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে অধিকতর গতিশীল করবে। সে লক্ষ্যে, ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে CMSME উদ্যোক্তাদেরকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে/মুনাফায় ও সহজ শর্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৯ জুলাই ২০২২ সালের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৪ এর মাধ্যমে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহে অর্থের অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় CMSME খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা নিরসনের লক্ষ্যে উক্ত পুনঃ অর্থায়ন স্কিম কে এসএমইএসপিডি সার্কুলার লেটার নং-০২, তারিখ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ এর মাধ্যমে প্রাক-অর্থায়ন স্কিম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

৩. এ সার্কুলার জারির মাধ্যমে বর্ণিত প্রাক-অর্থায়ন স্কিম কে পুনঃ অর্থায়ন স্কিমে রূপান্তর করা হলো। এক্ষণে, আলোচ্য রূপান্তরিত পুনঃ অর্থায়ন স্কিমটি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে:

৩.১ **নামকরণ:** স্কিমটি 'CMSME খাতে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃ অর্থায়ন স্কিম' নামে অভিহিত হবে।

৩.২ **তহবিলের উৎস:** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৩.৩ **তহবিলের পরিমাণ:** ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) কোটি টাকা, যা আবর্তনশীল হিসেবে পরিচালিত হবে। ডিসেম্বর ২০২৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত ৪ বছরে মোট ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকা (প্রতি বছর ৭৫০ কোটি) হ্রাস করে বর্ণিত পুনঃ অর্থায়ন স্কিমটিকে জানুয়ারি, ২০৩০ হতে ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিমে পরিণত করা হবে।

৩.৪ **স্কিমের মেয়াদ:** পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত স্কিমটি চলমান থাকবে।

৩.৫ **পুনঃঅর্থায়নের ধরন ও পরিধি:**

৩.৫.১ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে জারিকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১ মোতাবেক সংজ্ঞায়িত অপ্রাতিষ্ঠানিক/প্রান্তিক, কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণকে প্রদত্ত অর্থায়নসমূহ (মেয়াদি ও চলতি মূলধন অর্থায়ন) এ স্কিমের আওতায় পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে;

৩.৫.২ প্রাক-অর্থায়ন স্কিমের আওতায় ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিকে বিতরণকৃত সমুদয় অর্থ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক নিজস্ব তহবিল হতে অর্থায়নের পর এ তহবিল হতে পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের আবেদন করা যাবে। সেক্ষেত্রে প্রাক-অর্থায়নের সমুদয় অর্থ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে (সংযোজনী-১ মোতাবেক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিকে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে;

৩.৫.৩ প্রতিটি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১২ (বারো) মাস। তবে, চলতি মূলধন খাতে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ প্রয়োজনবোধে নবায়ন করা যাবে এবং নবায়নকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিকে পুনরায় আবেদন করতে হবে;

৩.৫.৪ এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ: ১৭ মার্চ ২০২৫ অনুসারে ঋণ/বিনিয়োগ সীমার মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান এ স্কিমের আওতায় গঠিত তহবিল হতে একসাথে সর্বোচ্চ ১টি মেয়াদি এবং ১টি চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;

৩.৫.৫ এ স্কিমের আওতায় গঠিত তহবিলের বিতরণযোগ্য স্থিতি থাকা সাপেক্ষে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহকে পুনঃ অর্থায়ন করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে উক্ত স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী চুক্তি সম্পাদনকারী কোনো অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (PFI) অনুকূলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ প্রদান করা হবে না এবং এ সার্কুলার জারির পর তাদের অনুকূলে ইতঃপূর্বে অনুমোদিত সকল অব্যবহৃত বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;

৩.৫.৬ খেলাপী ঋণগ্রহীতাগণ এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার ঋণের শ্রেণিকরণ বিষয়ে CIB প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিশ্চিত হতে হবে।

৩.৬ **পুনঃ অর্থায়নের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার:** অর্থায়নকারী ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের অনুকূলে এ স্কিমের আওতায় পুনঃ অর্থায়িত অর্থের বিপরীতে বার্ষিক সুদ/মুনাফার হার হবে ২% (দুই শতাংশ)।

৩.৭ **গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার:** এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে আরোপিত বার্ষিক সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৭% (সাত শতাংশ) এবং শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে আদায়কৃত মুনাফার হার শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় নির্ধারণ করতে হবে তবে তা ৭% এর অধিক হবে না। গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ/মুনাফা আরোপ করতে হবে।

৩.৮ **ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড ও পরিশোধ সূচি:**

৩.৮.১ এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিল্প/সেবা/ব্যবসার ধরনভেদে ঋণের মেয়াদ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং চলতি ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১ বছর ও মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে গ্রেস পিরিয়ডসহ ১ বছরের অধিক হতে সর্বোচ্চ ৭ বছর।

৩.৮.২ মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ৩ থেকে ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যাবে। তবে, ৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকল্পভেদে (যেমন: কারখানা ভবন নির্মাণ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ৬ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যাবে;

৩.৮.৩ পুনঃ অর্থায়ন দাবীর মেয়াদ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদের (গ্রেস পিরিয়ডসহ) সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করতে হবে;

৩.৮.৪ বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পুনঃ অর্থায়নের অর্থ (মেয়াদি/চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ) ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ হতে সুদ/মুনাফাসহ কিস্তি আদায় করবে;

৩.৮.৫ ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ গ্রেস পিরিয়ড বাদে মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট হতে মেয়াদি/চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুদ/মুনাফাসহ কিস্তি আদায় করবে। বিতরণকৃত ঋণের অর্থ গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে সমন্বয় করা হলে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক উক্ত কারণ উল্লেখসহ তদ্‌পরবর্তী সর্বোচ্চ ১(এক) মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে এবং তাদের অনুকূলে ছাড়কৃত সমুদয় অর্থ সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।

৩.৯ পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের যোগ্যতা ও আবেদন প্রক্রিয়া:

৩.৯.১ আলোচ্য স্কিমের আওতায় তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহকে পরিচালক (এসএমইএসপিডি), এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (PFI) হিসেবে বিবেচিত হবে;

৩.৯.২ ইতঃপূর্বে '২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকার স্কিম' এর আওতায় যে সকল ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদন করেছে, সে সকল চুক্তি বহাল থাকবে এবং তাদেরকে নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে না;

৩.৯.৩ অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (PFI) হিসেবে অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে জারিকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১ এর অনুচ্ছেদ ১৪.৪.২ এ বর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে;

৩.৯.৪ অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক বর্ণিত তহবিল ব্যবহারের দক্ষতা পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল সংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

৩.৯.৫ ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-২ মোতাবেক) পুনঃ অর্থায়নের আবেদনপত্র দাখিল করবে। তবে, যে মাসে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃ অর্থায়ন চাওয়া হবে সে মাস অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে বিলম্বের কারণ উল্লেখসহ তদ্‌পরবর্তী সর্বোচ্চ ২ মাসের মধ্যে অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

৩.১০ পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণে প্রদেয় জামানত: পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুনঃ অর্থায়ন হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি পত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রতিশ্রুতি পত্র পুনঃ অর্থায়ন বাবদ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনানুসারে আদায়যোগ্য অন্যান্য খরচ, চার্জ বা ব্যয় (যদি থাকে) বাবদ প্রদেয় অর্থের জন্য চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে। যে কোনো সময় আকলন স্থিতি অথবা কোনো আংশিক পরিশোধ অথবা

হিসাবে কম-বেশি অথবা জামানতের কোনো অংশ প্রত্যাহৃত হলেও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ঋণের জন্য সম্পাদিত চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিপত্র চলমান জামানত হিসেবে বহাল থাকবে।

৩.১১ **পুনঃ অর্থায়ন বাবদ গৃহীত ঋণ/আগাম পরিশোধ/আদায় পদ্ধতিঃ**

৩.১১.১ পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদ/মুনাফাসহ পুনঃ অর্থায়নের পরিশোধযোগ্য কিস্তি বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির চলতি হিসাব থেকে আদায় করা হবে। সে মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল সংরক্ষণ করতে হবে;

৩.১১.২ সুদ/মুনাফাসহ পুনঃ অর্থায়নের কিস্তি আদায়কালে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের চলতি হিসাবে তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততার কারণে কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে, পুনঃ অর্থায়নকালে আরোপিত প্রযোজ্য সুদ/মুনাফার অতিরিক্ত ২% (দুই শতাংশ) অধিক হারে অতিরিক্ত সময়ের সুদ/মুনাফাসহ তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে আদায় করা হবে;

৩.১১.৩ নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে গ্রাহকের সমন্বয়কৃত ঋণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি অত্র বিভাগকে সময়মত অবহিত না করে ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ অব্যাহত রাখলে উক্তরূপে গৃহীত অর্থ পুনঃ অর্থায়নকালে আরোপিত সুদ/মুনাফার হার অপেক্ষা ২% (দুই শতাংশ) অধিক হারে সুদ/মুনাফাসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

৩.১২ **ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা নির্বাচন, মঞ্জুরি, বিতরণ ও আদায়:** ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা নির্বাচন, মঞ্জুরি ও বিতরণ, দলিলাদি সম্পাদন, ডেট-ইক্যুইটি (Debt-Equity) অনুপাত, মার্জিন ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকির ব্যাপারে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঋণ নীতিমালা এবং এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের অপরাপর নির্দেশনা পরিপালনপূর্বক উদ্যোক্তার অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করবে। বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব বিতরণকারী ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে। ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

৩.১৩ **পুনঃ অর্থায়ন আবেদন বাতিল প্রসঙ্গে:** অসম্পূর্ণ তথ্য বা ভুল তথ্য সহকারে পুনঃ অর্থায়ন আবেদন করা হলে অথবা পুনঃ অর্থায়নের আবেদন পরিদর্শনকালে এ বিভাগের নিকট আবেদন যথাযথ হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হলে উক্ত পুনঃ অর্থায়ন আবেদন বাতিল করা হবে।

৩.১৪ **শিডিউল অব চার্জেসঃ** এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ফি/চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিভাগ কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে জারিকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১ এর নির্দেশনা পরিপালনীয় হবে।

৩.১৫ **মনিটরিং:** ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ কোনোভাবেই অন্য কোনো ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয়ে ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া, সময়ে সময়ে ও প্রয়োজনানুসারে এ বিভাগ কর্তৃক পুনঃ অর্থায়ন মঞ্জুরির পূর্বে বা পরে এতদ্‌সংক্রান্ত দলিলাদি তলব ও সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৪. **অন্যান্য শর্ত:**

৪.১ এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের সকল পর্যায়ে এ বিভাগ কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে জারিকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১ এ বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

৪.২ এ স্কিমের আওতায় পুনঃ অর্থায়নকৃত অর্থ এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১/২০২৫ এর আওতাবহির্ভূত অন্য কোনো খাতে ব্যবহার করা হলে বা ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করা না হলে বা কোনো শর্ত লঙ্ঘন

করা হলে বা কোনো তথ্য গোপন করা হলে বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃ অর্থায়নকালে আরোপিত সুদ/মুনাফার হার অপেক্ষা ২% (দুই শতাংশ) অধিক হারে সুদ/মুনাফাসহ এককালীন আদায় করা হবে।

৫. এ সার্কুলার জারির পূর্বে অর্থায়নকৃত পুনঃ/প্রাক অর্থায়নের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারের নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

৬. ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারা এবং ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ৪১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(নওশাদ মোস্তাফা)
পরিচালক (এসএমইএসপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০৫০২
nawshad.mustafa@bb.org.bd